পাকিস্তানী বোমা ও শাহারার মৃত্যু

৭ই জুলাই ২০০৫-এ সংঘটিত লন্ডনের পাতাল রেল ও লন্ডন বাসে বোমা হামলার এক সপ্তাহ পার হবার আগেই একসাথে দুটি খবর প্রকাশিত হয়। খবর দুটিই কাকতালীয়ভাবে ভীষণভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

প্রথমত এটি নিশ্চিত করে জানা যায় যে, লন্ডনে ভয়াবহতম বোমা হামলার খলনায়কগণ হচ্ছেন পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত তরুণ-যুবা। হলিউডের ক্রাইম চলচ্চিত্র বা বোম্বেটে মাফিয়া চক্রের মতোই তাদের সেই কাহিনী।

দ্বিতীয়ত একই দিনে লন্ডনের ঐ বোমা হামলায় বাংলাদেশের বংশোদ্ভুত বাঙালী মুসলমান তরুণী শাহারার জীবনাবসানের খবরও লন্ডন পুলিশ নিশ্চিত করে।

বিষয়টি একেবারেই কাকতালীয় অথবা ঘটনাচক্র হতে পারে। তবে একদম অকল্পনীয় নয়। বরং রূপক অর্থে বহুমাত্রিক। এই দুটি খবর থেকে বিশ্বের যে কোন সচেতন মানুষ একই ঘটনার দুটি প্রান্ত থেকে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মাঝে নীতি ও আদর্শগত পার্থক্য, জীবনবোধ, ধর্মচিন্তা ও ইসলামী ভাবধারার বিরাজমান অমিল বুঝতে সক্ষম হবে।

যে তিনজন (চারজন বা পাঁচজনও হতে পারে) পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ তরুণ-যুবা লন্ডনের পাতাল রেলে মর্মান্তিক এই হামলা চালায়, তারা নিজেদেরসহ ৫২ জন ব্রিটিশ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। আমি নিশ্চিত, কোন মানুষ, সুস্থ মস্তিষ্ক এমন জঘণ্য কাজ করতে পারেনা। এক ধরণের মানসিক রোগী হলেই কারো পক্ষে এমন ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করা যায় কিংবা নিজেকেও আত্মাহুতি দেয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তারা এই কাজটি করেছে ধর্মের নামে। ইসলামের নামে।

আমরা যারা মুসলমান, তারা জানি একজন মুসলমান কোন মানসিক অবস্থায় এমন আত্মাহুতি প্রদান করে। ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদে শহীদ হবার মানসিকতা নিয়েই লন্ডনে বোমা হামলাকারীরা যে নিজেদেরকে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা মওদুদীর মতো কারো কাছ থেকে এভাবে এই বাণী শুনেছে যে, লন্ডনের পাতাল রেলে বোমা ফেলে তারা বেহেশতে যাবে-শহীদ হবে আল্লাহর নামে। আমি জানিনা, আল্লাহ তাদেরকে কোন বেহেশতে ঠাই দিয়েছেন।

আমি ইসলামী পন্ডিত নই। এ বিষয়ে আমার জ্ঞান খুব সীমিত। আমার পক্ষে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এদেরকে শহীদ হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের নিষ্পাপ মেয়ে শাহারার মতো ৫২টি খুনের দায় থেকে এই শহীদদের অব্যাহতি দেয়া সত্যি সত্যি কঠিন হবে বলেই আমি মনে করি। বরং “আল্লাহর নামে শহীদ” হবার জন্য এই খুনের মতো কাজ করতে তাদেরকে যারা উৎসাহিত বা মটিভেট

করেছেন, তাদের জন্য আল্লাহ কি শাস্তি রেখে দিয়েছেন, তা কেবল রোজ কেয়ামতের দিনেই জানা যাবে।

তবে আমাদের মনে হয়, কেবল যে এই আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরাই নিরীহ সাধারণ মানুষদের খুনের জন্য দায়ী তা নয়, বরং সে রাষ্ট্রের বংশোদ্ভুত এই ঘাতকরা সেই রাষ্ট্রের পত্তন থেকেই তারা এমন জঘন্য হাজার হাজার কাজের সাথে জড়িত।

উগ্র ধর্মীয় মতবাদ, গোড়ামি ও জঙ্গীবাদ পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই আদর্শ। ৪৭-এর আগের কাহিনীতে আমরা না গেলাম। ৪৭-এর পর প্রথমে কাশ্মীরকে ঘিরে তথাকথিত আজাদীর লড়াই দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা সশস্ত্র সন্ত্রাসের সূচনা করে। একসময়ে সেটি ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে রূপ নেয়। বস্তুত পাক-ভারত যুদ্ধ, তুমুল ভারতবিরোধীতা, কাশ্মীর ইস্যু এবং সর্বশেষে বাংলাদেশে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ, পাকিস্তানের সামরিক জান্তার ক্ষমতায় থাকার হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হতে থাকে। পাকিস্তানের মানুষদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে এই কাজে চমৎকারভাবে ব্যবহার করে আসছে পাকিস্তানী সামরিক শাসকগোষ্ঠী। তারা এমনকি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও একই কায়দায় ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায়। এরাই আরবী হরফে বাংলা লেখা, রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধকরণ এবং কেবলমাত্র মুসলমানত্বকেই জাতীয়তার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মানুষ মুসলমানত্ব এবং জাতীয়তাকে এক করে দেখিনি। সেজন্যই পাকিস্তানের কবরের উপর বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। আর এজন্যই বাংলাদেশের মুসলমান এবং পাকিস্তানের মুসলমানের মাঝে আকাশ পাতাল ফারাক রয়েছে।

লন্ডনের বোমা হামলা থেকে এটি আরো একবার প্রমাণিত হলো যে, পাকিস্তানীরা উগ্র ধর্মীয় সন্ত্রাসের ধারক, যারা লন্ডনে বোমা ফেলেছে, আর বাংলাদেশের মানুষদের প্রতিনিধি হলো শাহারা, যাকে পাকিস্তানী বোমবাজদের হাতে জীবন দিতে হয়েছে।

আমি আশা করবো যে, সারা দুনিয়া বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মানুষের মাঝে বিরাজমান এই পার্থক্য সহজে বুঝতে সক্ষম হবে। আমরা এদেশের মানুষ যে চিরকাল শান্তির স্বপক্ষে, সন্ত্রাসের বিপক্ষে, তার আরো প্রমাণ যে, এদেশের বিরোধীদলীয় রাজনীতিকরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় জীবন দিয়েও সন্ত্রাসের বদলে সন্ত্রাসের পথকে বেছে নেননি। নইলে একুশে আগষ্ট বা কিবরিয়া হত্যার পর এদেশে রক্তের গঙ্গা বইতে পারতো। কিন্তু এখনো সেইসব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে গণতান্ত্রিক উপায়ে।

স্বদেশ স্বকাল

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, পাকিস্তানে ভারত থেকে আগত উগ্র মুসলমান শরণার্থীরাও পাকিস্তানী উগ্র মৌলবাদের সহায়ক ও সমর্থক শক্তি হয়ে উঠে। বাংলাদেশে এরা বিহারী নামে পরিচিত যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতা করেছে। সেই সময়েই মওদুদীবাদের উত্থান ঘটে। তাই পাকিস্তানে জঙ্গীবাদের বড় শেকড় গ্রোথিত হয় মওদুদীর মতবাদে-যা বাংলাদেশেও প্রসারিত রয়েছে।

একই সময়ে বিশ্বে ইসরাইলী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনীদের সশস্ত্র লড়াই ইনতেফাদায় রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তানের মুসলমান মৌলবাদ তারও সুযোগ গ্রহণ করে। এরপর আফগানিস্তান ও ইরাকে বুশ-ব্লেয়ারের নির্লজ্জ হামলায় পাকিস্তানী মৌলবাদ-সৌদি-আরবদেশীয় তথা আন্তর্জাতিক রূপ পায়।

ইতিহাস বড় নির্মম। আফগানিস্তানের বিন লাদেন বা ইরাকের সাদ্দাম কিন্তু বুশ-ব্লেয়ারেরই সৃষ্ট ফ্রাংকেনষ্টাইন। ৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তির লড়াই-এর বিপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষেই দাড়িয়ে ছিলো। এখন সম্ভবত এই লাল চামড়ার ভাইয়েরা টের পাচ্ছেন যে, পাকিস্তানের সেই ফ্রাংকেনষ্টাইন তার সৃষ্টিকর্তাদেরকই খুন করছে। অন্যদিকে খুন, সন্ত্রাস, ধর্মীয় উম্মাদনা ও গোড়ামীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিই হচ্ছে একটি উজ্জ্বল প্রতিবাদের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রে তাই অপরাধী- সন্ত্রাসী থাকলেও পাকিস্তানী রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা নীতি ও ধর্মের নামে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীর জন্ম হয়নি। তবে পাকিস্তানী ভূত যে, বাংলাদেশের ঘাড়েও আছে, সেটি আমরা ধর্মের নামে সহিংসতা এবং বোমা হামলার মাঝে বারবার দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশে এখন যে সন্ত্রাসবাদ আছে, তার জন্ম বাংলাদেশের মওদুদী পন্থী এবং তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় লিপ্ত তথাকথিত জাতীয়তাবাদের ধারকদের হাতেই হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এদেশের একদল লোক এখনো উপলদ্ধি করতে পারছেনা যে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, এই দুই দেশেই মুসলমানরা বসবাস করা স্বত্বেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একই নীতি আদর্শের রাষ্ট্র নয়। ধর্ম যে রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারেনা-বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রে এটি পৃথিবীতে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

অন্যদিকে ধর্মীয় রাষ্ট্র সারা দুনিয়ার জন্য যে কি ভীষণ বিপজ্জনক, তার দৃষ্টান্তও দুনিয়াতে আছে। আমার মতে, ধর্মীয় রাষ্ট্র ইসরায়েল বা ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান-এই দুটিকে বহুধর্মীয় গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল নীতি ও আদর্শে রূপান্তর করতে পারলে পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ নামক কিছু যে থাকবেনা-সেটিও নিশ্চিত করেই বলা যায়।

কিন্তু বুশ ব্লেয়ারগণ এই দুটি রাষ্ট্রকে তাদের ঔপনিবেশিকবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ ও নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ফলেই যে এই দুটি রাষ্ট্র টিকে আছে এবং বিশ্বব্যাপী সংকট বলবৎ থাকছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এদেরই ছত্রছায়ায় বড় হওয়া সন্ত্রাসীরাই এখন টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে. বালিতে বোমা ফেলে, মাদ্রিদে খুন করে এমনকি লন্ডনকে কাঁপিয়ে তোলে।

বাংলাদেশে যারা পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদের ধারক তারা এখন ক্ষমতাশীল। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ বিরোধী চাপের মুখে তারা এখন ভেক ধরে বসে আছে। মওদুদীর ইসলামে বিশ্বাসী এই ভেকধারীরা ইসলামের নামে রাজনীতি করে। কিন্তু আফগানিস্তানে যখন বুশ হামলা চালায় তখন তারা নীরব ছিলো। সাদ্দামকে যখন তারা আক্রমনের শিকারে পরিণত করে তখন তারা নীরব ছিলো। এমনকি গুয়ান্তানামো কারাগারে যখন পবিত্র কোরআনের অবমাননা করা হয়েছে তখন তারা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছে তাদের নেতা বুশকে খুশী করে আরো একবার বাংলাদেশের শাসনকর্তার অংশীদার হবার জন্য। একদিকে তারা পাকিস্তানে জন্ম নেয়া সন্ত্রাসবাদকে পক্ষপুটে পালন করছে, অন্যদিকে পশ্চিমাদের খুশী রাখার চেষ্টা করছে।

আমরা সবাই জানি, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর এদেশে কারা তাদেরকে পুনর্বাসন করেছে এবং কারা এখনো তাদেরকে ক্ষমতার ভাগ দিয়েছে। একদিন এরাই যে ফ্রাংকেনষ্টাইন হবে সেটি আমাদের দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বোঝা দরকার।

<u>প্রযুক্তি ছাড়া তদন্ত সম্ভব নয়</u>

ব্রিটেনে বোমার হামলার চেয়ে আরো ব্যাপকতর বোমাবাজি সন্ত্রাস আমরা গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে দেখেছি। নারায়ণগঞ্জে বোমা হামলা, ২১ শে আগষ্ট বোমা হামলা, হবিগঞ্জে বোমা হামলা এর কোনটিরই এখনো আমাদের গুণধর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কোন কূল-কিনারা করতে পারছেন না। তার সুন্দর বক্তব্য উই আর লুকিং ফর শত্রুজ। এসব বিষয়ে প্রতিদিনই কিছু না কিছু কাহিনী শুনছি আমরা। ইন্টারপোল-এফবিআই আসছে-বারবার আসছে। কিন্তু কেউই সন্তুষ্ট হতে পারছেনা। অথচ মাত্র ৬ দিনে লন্ডনের ক্লুবিহীন বোমা হামলার শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত তদন্ত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

তাদের সাফল্যের দুটি কারণ বেশ বড়।

প্রথমতঃ ব্রিটিশ পুলিশ রাজনৈতিক পক্ষপাত নিয়ে তদন্ত করেনি।

দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ পুলিশ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেছে তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে।

বাংলাদেশ একুশ শতকে পা দিলেও এর বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষতার সাথে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোকে ব্যবহার করতে পারছেনা। তারা বরং

স্বদেশ স্বকাল

খুনী আর সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে একইরকম প্রাগৈতিহাসিক খুন আর সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে।

অন্যদিকে হাতের কাছে স্বল্পমূল্যে পাওয়া স্বত্বেও অপরাধ দমনে সন্ত্রাস মোকাবেলায় একুশ শতকের প্রযুক্তি ব্যবহার করছেনা।

তাদেরকে এটি বোঝানোই কঠিন যে, পাজেরো জিপ কিনলেই প্রযুক্তি সংগ্রহ করা হয়না।

বরং আমাদের বোমা হামলার তদন্তকারী স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব হবে লন্ডনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করে আসা যে কিভাবে অপরাধী-সন্ত্রাসী মোকাবেলায় প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়।

১৪ জুলাই, ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত